সংবাদ

তারিখ ... 5.7.83 ... পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 3 ...

17

আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রণাঙ্গনের রূপ নেয়। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। —সংবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ॥ আহত ২৫

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং বাবলুর সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা স্থায়ী সংঘর্ষে আনুমানিক ২৫ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে ১৬ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়। তার মধ্যে ৬ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। বাকীদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়। নজরুল এবং বাদল নামে অপর দু'জনকে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে নজরুলের আঘাত বুলেটের বলে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়।

মেডিক্যাল কলেজে যাদের ভর্তি করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন শামিম, শহিদ, জাকির হোসেন, সুলতানুল ইসলাম দীপক, মো: আলম এবং মো: আবুল হোসেন।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৭ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাকীরা বহিরাগত।

ঘটনার সময় পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে মোতা-

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

শিক্ষক সমিতির উদ্বেগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড: মো: মনিরুজ্জামান মিয়া এবং সম্পাদক ড: এ, কে, আজাদ চৌধুরী গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের ভীতিজনক প্রদর্শনীর মাধ্যমে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি, কিছুসংখ্যক ছাত্র আহত এবং এক পর্যায়ে জনৈক শিক্ষকের বাসগৃহে আক্রমণ চালানোর ঘটনায় শঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে এ ধরনের ঘটনার আর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিণ্ডিকেট, অর্থ কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচন সম্পন্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা গতকাল বৃহস্পতিবার সিণ্ডিকেট, অর্থ কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের ১৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন।

বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ড: মোহাম্মদ শামসুল হক (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়), শহীদুল্লাহ হলের প্রভোষ্ট ড: আনো য়ারুল আজিম চৌধুরী, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফার্মেসী বিভাগের ড: আবদুল কালাম আজাদ চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ড:

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: ৮: দ্র:)

সংবাদ

তারিখ ... 5.7.83 ... পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 3 ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

য়েন ছিল। ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে কণ্ট্রোল রুম থেকে জানানো হয়েছে। ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে একজন আগ্নেয়াস্ত্রধারী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে বলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দাবী করে। তবে পুলিশ এ খবরের সত্যতা অস্বীকার করেছে।

সংঘর্ষের সময় বাবলুর সমর্থকরা পিস্তল, ষ্টেনগান, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। পক্ষান্তরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমর্থকদের হাতে ছিল হকিষ্টিক, লোহার রড ইত্যাদি।

সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় সকাল সাড়ে ৮টার দিকে। মহসিন হল ও সূর্য সেন হলের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা মিছিল করে বটতলার দিকে আসতে থাকলে বাবলুর সমর্থকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। বাবলুর সমর্থকগণ গত পরশু রাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান নেয়। এখানে কয়েক রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করা হয়। এতে সূর্য সেন হলের ছাত্র নজরুল আহত হন।

ক্রমান্বয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ সারা কলা ভবন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা বিভিন্ন হল থেকে মিছিল নিয়ে এসে বাবলুর সমর্থকদেরকে কলা ভবন এলাকায় এক প্রকার ঘিরে ফেলে।

উভয় পক্ষের শ্লোগান, গুলী ও পটকার আওয়াজ ইত্যাদির ফলে সারা এলাকা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়মুখী সকল রাস্তা যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেয়।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে সংগ্রাম পরিষদের শক্তি বাড়তে থাকে। বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা টি, এস, সি, ল্যাবরেটরী স্কুল ও সূর্যসেন হল এলাকা থেকে একযোগে বাবুল সমর্থকদের ধাওয়া করে ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বিতাড়িত করে দেয়। এ সময় বেশ কয়েকজন বহিরাগত ব্যক্তি ছাত্রদের হাতে ধরা পড়ে। এদের সবাইকে বাবলুর সমর্থক বলে সন্দেহ করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ উত্তেজিত ছাত্রদের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

তরি তীব্র নিন্দা করছি। সাথে সাথে এই ঘৃণ্য তৎপরতায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সহ-সভাপতি, জনাব সোহেল রানা সাধারণ সম্পাদক, এফ, রহমান হল ছাত্র সংসদ; ওবায়দুল হক ভুঁইয়া সহ-সভাপতি, নাছিম আহমেদ সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লা হল ছাত্র সংসদ; নাছিরউদ্দিন মাহমুদ সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লা হল ছাত্র সংসদ; মুজিবুল হক চুনু সহ-সভাপতি, জামাল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক, মোহসিন হল ছাত্র সংসদ এবং জাফর ইমাম খান সিদ্দার সাধারণ সম্পাদক, জসিমউদ্দিন হল ছাত্র সংসদ।

নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ

নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের আহ্বায়ক জনাব রফিকুল হক হাফিজ গতকালের ঘটনার নিন্দা করে ছাত্র সমাজকে সকল ধরনের অস্ত্র ও বোমাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।